২৩-০১-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতো স্মরণে থাকবে, পবিত্র হবে, ততই পারলৌকিক মাতা - পিতার আশীর্বাদ পাবে, এই আশীর্বাদ পেলে তোমরা সদা সুখী হয়ে যাবে"

প্রশ্ন :-- বাবা সকল বাচ্চাদের কোন্ রায়(উপদেশ) দিয়ে কুকর্ম থেকে বাঁচান ?

উত্তর :-- বাবা রায় দেন - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে যা কিছু ধন - দৌলত আদি আছে, সে সব নিজের কাছেই রাখো কিন্তু ট্রাস্টি হয়ে চলো । তোমরা বলে এসেছ, হে ভগবান এই সবকিছুই তোমার । ভগবান সন্তান দিয়েছেন, ধন - দৌলত দিয়েছেন, এখন ভগবান বলছেন, এই সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে নিয়ে ট্রাস্টি হয়ে থাকো, তোমরা শ্রীমতে চলো তাহলে কোনো কুকর্মই হবে না । তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে ।

গীত :- মা - বাবার আশীর্বাদ নিয়ে নাও.....

ওম্ শান্তি । যে বাচ্চারা বলে আমাদের মুখ চলে না, বোঝাতে পারি না - তাদের সেন্টারের ব্রাহ্মণীরা কিভাবে শেখাবেন, এ কথা শিববাবা বোঝান । চিত্র দেখিয়ে বোঝানো তো খুবই সহজ । ছোটো বাচ্চাদের তো চিত্র দেখিয়েই বোঝাতে হয়, তাই না । এমন নয় যে, ক্লাসে সবাই এসে বসলো আর তোমরা মুরলী শুরু করে দিলে, না এমন নয় । বসে তারপর তাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো উচিত । বাচ্চারা তো গান শুনেছে - এক হল পারলৌকিক মাতা - পিতা, যাঁকে মানুষ স্মরণ করতে থাকে, তুমিই মাতা - পিতা ----তিনিই হলেন এই সৃষ্টির রচয়িতা । তাহলে মাতা - পিতা অবশ্যই স্বর্গের রচনা করবেন । বাচ্চারা সত্যযুগে স্বর্গবাসী হয় । এখানকার মাতা - পিতা নিজেরাই নরকবাসী, তাহলে তারা সন্তানও নরকবাসীই জন্ম দেবেন । গানে বলা হয়েছে - মা - বাবার আশীর্বাদ নাও ---তোমরা জানো যে, এই সময়ের মা - বাবারা তো আশীর্বাদ দেন না । যাঁরা স্বর্গবাসী, তাঁরা আশীর্বাদ দেন, যে আশীর্বাদ অর্ধকল্প চলতে থাকে । তারপর অর্ধকল্প বাদে অভিশপ্ত হয় । তারা নিজেরাও পতিত হয় তাই বাচ্চাদেরও পতিত বানায় । একে তো আশীর্বাদ বলা যাবে না । অভিশম্পাত দিতে দিতে ভারতবাসী অভিশপ্ত হয়ে গেছে, কেবল দুঃখই দুঃখ, তাই তারা মাতা - পিতাকে স্মরণ করে । এখন সেই মাতা - পিতা আশীর্বাদ দিচ্ছেন । তিনি আমাদের পড়িয়ে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন । এখানে হলো আসুরী সম্প্রদায়, রাবণ রাজ্য । সেখানে হলো দৈবী সম্প্রদায়, রাম রাজ্য । রাবণের জন্মও এই ভারতেই । শিববাবা, যাঁকে রাম বলা হয়, তাঁর জন্মও এই ভারতেই । তোমরা যখন বাম মার্গে চলে যাও, তখন ভারতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়ে যায় । তাই এই ভারতকেই পরমপিতা পরমাত্মা রাম এসে পতিত থেকে পবিত্র করেন । রাবণ এলে মানুষ পতিত হয়ে যায় । এমনও গাওয়া হয়, রাম গেলো, রাবণ গেলো, যাদের অনেক পরিবার । রামের পরিবার তো অনেক ছোটো । আর সব ধর্ম শেষ হয়ে যায়, সবের বিনাশ হয়ে যায় । বাকি তোমরা দেবী - দেবতারা থাকবে । তোমরা, যারা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তারাই সত্যযুগে ট্রান্সফার হবে । তাই এখন তোমরা মা - বাবার আশীর্বাদ পাচ্ছ । মা - বাবা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান । সেখানে তো সুখই সুখ থাকে । এই সময় কলিযুগে কেবল দুঃখ, সকল ধর্মই দুঃখী । এখন কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ হবে । কলিযুগে তো কতো মানুষ, সত্যযুগে এতো মানুষ থাকবে না । যতো ব্রাহ্মণ হবে, তারাই আবার ওখানে দেবতা হবে । তারাও ত্রেতা পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বলা হয় ক্রাইস্টের ৩ হাজার বছর

পূর্বে ভারতে সত্যযুগ ছিল । ক্রাইস্টের পূর্বে এবং ক্রাইস্টের পরে । সত্যযুগে তো একই ধর্ম এবং একই রাজ্য । ওখানে তো মানুষও খুব অল্প থাকবে । কেবল ভারত থাকবে, অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না । সূর্যবংশীরাই কেবল থাকবে । চন্দ্রবংশীরা থাকবে না । সূর্যবংশীদের ভগবান - ভগবতী বলা হবে কেননা তাঁরা সম্পূর্ণ ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে পতিত - পাবন হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা । চক্রের চিত্র দেখো, বাবা ওপরে বসে আছেন । তিনি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন । তোমরা এখন পড়ছো । যখন এই দেবতাদের রাজ্য থাকে, তখন অন্য কোনো ধর্ম থাকে না । এরপর অর্ধ কল্প বাদে বৃদ্ধি হতে থাকে । ওপর থেকে আত্মা আসতে - যেতে থাকে, বর্ণের পরিবর্তন হয়, জীবাত্মা বৃদ্ধি পেতে থাকে । সত্যযুগে থাকবে নয় লাখ, তারপর কোটি হবে, তারপর আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে । সত্যযুগে ভারত ছিলো শ্রেষ্ঠাচারী এখন ভারত ভ্রষ্টাচারী । এমন নয় যে, সব ধর্মের মানুষ শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যাবে । কতো বেশী মানুষ । এখানেও ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী হতে কতো পরিশ্রম লাগে । প্রতি মুহূর্তে শ্রেষ্ঠাচারী হতে হতে বিকারে গিয়ে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যায় । বাবা বলেন যে আমি এসেছি তোমাদের কালো থেকে গৌর বর্ণের বানাতে, তোমরা প্রতি মুহূর্তে আবার পড়ে (অধঃপতিত) যাও । বেহদের বাবা তো তোমাদের সোজা কথা বলেন । তিনি বলেন, এখানে তোমরা কেন কুলের কলঙ্ক হও, মুখ কেন কালো করো । তোমরা কি সুন্দর হবে না ? তোমরা অর্ধেক কল্প শ্রেষ্ঠ ছিলে, তারপর তোমাদের কলা কম হয়ে যায় । কলিযুগের অন্তে তো কলা একদম শেষ হয়ে যায় । সত্যযুগে কেবল একমাত্র ভারতই ছিলো । এখন তো সব ধর্ম আছে । বাবা এসে আবার সত্যযুগী শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি স্থাপন করেন । তোমাদেরও তাই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে । কে এসে তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী বানান ? বাবা হলেন গরীবের ভগবান । পয়সার বিষয় নয় । বেহদের বাবার কাছে যখন শ্রেষ্ঠ হতে যায় তখনো মানুষ বলে, তোমরা ওখানে কেন যাও । তারা কতো বিঘ্ন সৃষ্টি করে । তোমরা জানো যে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের অনেক বিঘ্ন আসে । অবলাদের উপর অনেক অত্যাচার হয় । কোনো কোনো স্ত্রীও অনেক বিরক্ত করে । বিকারের কারণে বিয়ে করে । এখন বাবা তোমাদের কাম চিতা থেকে উঠিয়ে জ্ঞান চিতায় বসাচ্ছেন । এ হলো জন্ম - জন্মান্তরের চুক্তি । এই সময় হলো রাবণ রাজ্য । গভর্নমেন্ট কতো উৎসব পালন করে । রাবণকে জ্বালানো হয়, মানুষ সেই খেলা দেখতে যায় । এখন এই রাবণ কোথা থেকে এলো ? রাবণের জন্ম তো ২৫০০ বছর হয়েছে । রাবণ সবাইকে শোক বাটিকায় বসিয়ে দিয়েছে । এখানে সবাই দুঃখীই দুঃখী । রাম রাজ্যে সবাই সুখীই সুখী হয় । এখন হলো কলিযুগের সমাপ্তি । বিনাশ সামনে উপস্থিত । এতো কোটি মানুষ মারা গেলে অবশ্যই তো লড়াই লাগবে । সর্ষের মতো সবাই পিষে মারা যায় । এখন দেখছো তার আয়োজন হচ্ছে । বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন । এই জ্ঞান আর কেউই দিতে পারে না । এই জ্ঞান বাবা এসেই দেন আর পতিতকে পবিত্র করেন । সদ্গতি একমাত্র বাবা করেন । সত্যযুগে হলো সদ্গতি । সেখানে গুরুর কোনো প্রয়োজন নেই । তোমরা এখন এই জ্ঞানের দ্বারা ত্রিকালদর্শী হও । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের মধ্যে এমন জ্ঞান একদমই থাকবে না । তাই পরম্পরা অনুসারে এই জ্ঞান কোথা থেকে এলো ? আর এখন হলো কলিযুগের সমাপ্তি । বাবা বলেন যে, এখন আমাকে স্মরণ করো । স্বর্গের রাজধানী স্থাপনকারী বাবা আর তাঁর অবিনাশী বর্সাকে স্মরণ করো । পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে । সেটা হলো পবিত্র দুনিয়া আর এটা হলো পতিত দুনিয়া । পবিত্র দুনিয়ায় কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদিরা থাকে না । কলিযুগের কথাকে সত্যযুগে নিয়ে গেছে । শিববাবা এসেছেন কলিযুগের অন্তে । আজ শিববাবা এসেছেন, কাল শ্রীকৃষ্ণ আসবে । মানুষ শিববাবা আর শ্রীকৃষ্ণের পার্টকে মিলিয়ে দিয়েছে । শিব ভগবান উবাচঃ - তাঁর কাছে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এই পদ

পান । ওরা তখন ভুল করে শ্রীকৃষ্ণের নাম গীতায় দিয়ে দিয়েছে । এই ভুল আবারও হবে । মানুষ ভ্রষ্টাচারী হলে তখনই তো বাবা এসে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবেন । শ্রেষ্ঠাচারীরাই ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে ভ্রষ্টাচারী হয় । এই চক্র সম্বন্ধে বোঝানো তো খুব সহজ । কল্পবৃক্ষের চিত্রে তো দেখানো হয়েছে – নীচে তোমরা রাজযোগের তপস্যা করছো, ওপরে লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজ্য । এখন তোমরা কাণ্ডে বসে আছো, তোমাদের ফাউন্ডেশন তৈরী হচ্ছে । তোমরা জানো যে, এরপর তোমরা সূর্যবংশী কুলে যাবে । রামরাজ্যকে বৈকুন্ঠ বলা হয় না । কৃষ্ণের রাজ্যকে বৈকুন্ঠ বলা হয় ।

এখন তো তোমাদের কাছে অনেকেই আসবে । বিভিন্ন প্রদর্শনীতে তোমাদের নামডাক হবে । একজন – দুজনকে দেখে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । বাবা এসে তোমাদের এইসব কথা বুঝিয়ে বলেন । চিত্র দেখিয়ে কাউকে বোঝানো খুব সহজ । ভগবান এসেই সত্যযুগের স্থাপনা করেন । আর তিনি আসেন এই পতিত দুনিয়াতে । তিনি কালো থেকে সুন্দর করেন । তোমরা হলে কৃষ্ণের রাজ্যের বংশাবলী । তোমরা প্রজাও । বাবা খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । নিরাকার শিববাবা আত্মাদের বসে বোঝান যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । এ হলো রুহানী যাত্রা । হে আত্মারা, তোমরা তোমাদের শান্তিধাম, নির্বাণধামকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের অবিনাশী বর্সা পাবে । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে বসে আছো । বাবা বলেন যে, তোমরা আমাকে আর আমার আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে । যারা যতো স্মরণ করবে এবং পবিত্র থাকবে ততই উঁচু পদ পেতে পারবে । তোমরা কত বড় আশীর্বাদ পাচ্ছো – ধনবান ভব, পুত্রবান ভব, আয়ুষ্মান ভব । দেবতাদের আয়ু অনেক বেশী হয় । তাঁদের সাক্ষাৎকার হয় যে, এখন এই শরীর ত্যাগ করে আবার বাচ্চা হতে হবে । তাই এই কথা ভিতরে থাকা উচিত যে – আমি আত্মা, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন গর্ভে প্রবেশ করবো । অন্ত মতি তেমন গতি । এই বৃদ্ধ অবস্থা থেকে কেন না আবার আমরা বাচ্চা হই । আত্মা যখন এই শরীরে থাকে তখনই কষ্টের অনুভব করে । আত্মা যখন শরীর থেকে পৃথক থাকে তখন কোনো কষ্টের অনুভব হয় না । শরীর থেকে পৃথক মানেই শেষ । আমাদের এখন যেতে হবে, মূলবতন থেকে বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন । এ হলো দুঃখধাম । এখন আমরা মুক্তিধামে যাবো । বাবা বলেন যে, আমি সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যাই । যে ধর্মেরই হোক না কেন, সবাইকে মুক্তিধামে যেতে হবে । তারা মুক্তিতে যাওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করে ।

বাবা বলেন যে, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমার কাছে চলে আসবে । বাবাকে স্মরণ করে ভোজন গ্রহণ করলে তোমরা শক্তি পাবে । অশরীরি হয়ে তোমরা আবু রোড পর্যন্ত (পান্ডব ভবন থেকে) চলে যাও, কখনোই তোমাদের কোনো ক্লান্তি আসবে না । বাবা শুরুর দিকে এই অভ্যাস করাতেন । তারা মনে করতো যে আমরা আত্মা । খুব হালকা হয়ে পায়ে হেঁটেই চলে যেতো । কোনো পরিশ্রমই হতো না । শরীর ছাড়া তোমরা আত্মারা তো এক সেকেন্ডেই বাবার কাছে পৌঁছে যেতে পারো । এখানে শরীর ত্যাগ করেই এক সেকেণ্ডে লন্ডনে জন্ম নিতে পারে । আত্মার মতো তীক্ষ্ণ আর কিছুই হয় না । তাই বাবা এখন বলেন – বাচ্চারা, আমি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । এখন আমি তোমাদের বাবা, আমাকে তোমরা স্মরণ করো । এখন তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বেহদের পারলৌকিক বাবার আশীর্বাদ পাচ্ছো । বাবা বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন । ধন – দৌলত ইত্যাদি সব তোমরা নিজের কাছেই রাখো । কেবল ট্রাস্টি হয়ে চলো । তোমরা বলেই এসেছো – হে ভগবান, এ সবকিছুই তোমার । ভগবান সন্তান দিয়েছেন, ভগবান এই ধন – দৌলত দিয়েছেন । আচ্ছা, এখন ভগবান এসে বলছেন, এই সবকিছুর থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করে তোমরা ট্রাস্টি হয়ে চলো ।

শ্রীমতে চললে বাবা জানতে পারবেন । তোমরা কোনো কুকর্ম করো না তো ! শ্রীমতে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । আসুরী মতে চলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়েছ । তোমাদের ভ্রষ্ট হতে অর্ধেক কল্প লেগেছে । ১৬ কলা থেকে তোমরা ১৪ কলা হয়ে যাও তারপর ধীরে ধীরে কলা কম হতে থাকে, এতে তো সময় লাগে, তাই না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) চলতে - ফিরতে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । এক বাবার স্মরণেই ভোজন গ্রহণ করতে হবে ।

২) মাতা - পিতার আশীর্বাদ নিতে হবে । ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে । কোনো কুকর্ম কোরো না ।

বরদান :-- জ্ঞান স্বরূপ হয়ে কর্ম ফিলজফিকে চিনে চলতে থাকা কর্মবন্ধন মুক্ত ভব

কোনো কোনো বাচ্চা আবেগের বশে জোর করে সবকিছুর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে শারীরিক ভাবে নিজেকে আলাদা করে নেয়, কিন্তু মনের হিসেব - নিকেশ থেকে যাওয়ার কারণে পিছনে টানতে থাকে । বুদ্ধি সেদিকেই আকৃষ্ট হয়। এও এক বড় বিঘ্ন হয়ে যায়। তাই কারোর থেকে পৃথক হতে গেলে প্রথমে নিমিত্ত আত্মার দ্বারা ভেরিফাই করাও, কেননা এ হলো কর্মের ফিলজফি । জোর করে পৃথক করলে মন বার বার সেদিকে যেতে থাকে । তাই জ্ঞান স্বরূপ হয়ে কর্মের ফিলজফিকে চেনো আর ভেরিফাই করাও তাহলে সহজেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ।

স্লোগান :-- নিজের স্বমানের আসনে সেট থাকো তাহলেই মায়া তোমার সামনে সমর্পণ করবে ।